বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল

২০৩ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০
www.bnmc.gov.bd

স্মারক নং-বিএনসি/২০১৫/**৫১২** তারিখঃ ২৬ অক্টোবর ২০১৫খ্রিঃ

কম্প্রিহেন্সিভ (প্রি-রেজিস্ট্রেশন/ লাইসেন্সিং) পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা

ভূমিকাঃ

নীতিমালাটি বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির ২৮ আগস্ট ২০১৫খ্রিঃ সভার সুপারিশক্রমে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫খ্রিঃ অনুষ্ঠিত ৪৭ তম সাধারণ সভায় সংশোধন পূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়। ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষ হতে ডিপ্লোমা ইন-নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সের প্রি-রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষা প্রাথমিক অবস্থায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির ০৮ মে, ২০১১ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশক্রমে ৪২ তম সাধারণ সভায় অনুমোদিত নীতিমালা মোতাবেক কম্প্রিহেন্সিভ (লাইসেন্সিং) পরীক্ষা প্রথমবার জুন-২০১১খ্রিঃ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে বেসিক বিএসসি ইন-নার্সিং কোর্সের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে উক্ত নীতিমালায় বর্ণিত দু'টি কোর্সসহ ডিপ্লোমা ইন-মিডওয়াইফারি কোর্সের পরীক্ষা গ্রহণের বিষয় যুক্ত করা হয়।

১. " শিরোনামঃ

এই নীতিমালা 'কম্প্রিহেন্সিভ (লাইসেন্সিং/প্রি-রেজিস্ট্রেশন) পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত নীতিমালা' নামে অভিহিত হবে।

২. ইতিবৃত্তঃ

১৯৭১ পূর্ব হতে ১৯৮৯ পর্যন্ত ৩ বছর মেয়াদি সিনিয়র সার্টিফিকেট ইন-নার্সিং এর ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষ এবং সিনিয়র সার্টিফিকেট ইন-মিডওয়াইফারি কোর্স এর ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত কাউন্সিল কর্তৃক চূড়ান্ত পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করে পৃথক দু'টি রেজিস্ট্রেশন ও সনদ প্রদান করা হতো। উহা হালনাগাদ করে ১৯৯১ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত ডিপ্লোমা ইন-নার্সিং ১ম, ২য়, ৩য় বর্ষ এবং ডিপ্লোমা ইন-মিডওয়াইফারি ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত চূড়ান্ত পরীক্ষা কাউন্সিল কর্তৃক গ্রহণ করে পৃথক রেজিস্ট্রেশন ও সনদ ইস্যু করা হতো।

ডিসেম্বর ২০০৩ হতে মে ২০১১ পর্যন্ত একিভুত হয়ে ডিপ্লোমা ইন-নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি/অর্থোপেডিক নার্সিং ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করে একটি রেজিস্ট্রেশন ও সনদপত্র ইস্যু করা হতো। তখন শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সেবা মহাবিদ্যালয়, মহাখালীতে পোস্ট-বেসিক বিএসসি ইন-নার্সিং/পাবলিক হেলথ নার্সিং কোর্স চালু ছিল।

পরবর্তীতে ২০০৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নার্সিং শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো হয়। ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষ হতে এইচএসসি (বিজ্ঞান) পাশ প্রার্থীদেরকে ৪ বছর মেয়াদি বেসিক-বিএসসি ইন-নার্সিং এবং এইচএসসি/ সমমানের পাশ (সকল বিভাগ) যোগ্যতা সম্পন্নদের ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন-নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়। ২০১১ সাল থেকে সরকার সিনিয়র স্টাফ নার্স পদকে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদান করেন।

সর্বশেষ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী MDG's 4&5 এ বর্ণিত মা ও শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উক্ত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গর্ভবতী মায়ের গর্ভপূর্ব, গর্ভকালিন, প্রসবকালিন, প্রসবপরবর্তী ও নবজাতকের পরিচর্যায় প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণের উপরে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে রেজিস্ট্রার্ড নার্স-মিডওয়াইফদের ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে। এতদ্সঙ্গে নার্সিং পেশার অনুরূপ একটি পেশা হিসেবে পৃথকভাবে ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ হতে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন-মিডওয়াইফারি কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন পূর্বক চালু করা হয়। তাদের কোর্স সম্পন্ন করার পর নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে ৩,০০০ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সে সব শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের নিয়মানুসারে কম্প্রিহেনসিভ (লাইসেন্সিং/প্রি-রেজিস্ট্রেশন) পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সনদ (পেশাগত সনদ) প্রদান করা হবে।

৩. প্রয়োগ ক্ষেত্র (যাদের জন্য প্রযোজ্য)ঃ

এই নীতিমালা বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের অধিনে (ক) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন-নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি (খ) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন-মিডওয়াইফারি (গ) ৪ বছর মেয়াদি বেসিক-বিএসসি ইন-নার্সিং কোর্স শেষে ইন্টার্ণশীপ সমাপ্তকারি (ঘ) বাংলাদেশী নাগরিক দেশের বাহির হতে সংশ্লিষ্ট দেশের স্বীকৃত নার্সিং-মিডওয়াইফারি (সমমান) যোগ্যতা সম্পন্ন এবং অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসরণ করে নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও সহযোগী পেশার রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন/ পেশাগত সনদ) এর জন্য আবেদনকারিদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৪. প্রয়োগকারি কর্তৃপক্ষঃ

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটি, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল।

৫. কার্যপরিধিঃ

(ক) কাউন্সিলের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং দেশের বাইরে অবস্থিত সরকারের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষাগতযোগ্যতা (সমমান) অর্জনকারিদের কাউন্সিল হতে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যসম্পাদনের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(খ) বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাউন্সিলের সভাপতির অনুমতিক্রমে কমিটি তাৎক্ষনিক ভাবে সম্পূর্ণ পরীক্ষা স্থগিত, তারিখ পরিবর্তন, সম্পূর্ণ বা আংশিক ফলাফল বাতিল বা প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে পারবে।

৬. ফি নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহঃ

কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি অনুমোদিত খাতসমূহের সাথে অত্র পরীক্ষার ফি (Fee) নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ হবে।

৭. পরীক্ষার পূর্বে করনীয় ও নির্দেশনাঃ

(ক) বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে, চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের একটি নামের তালিকা ইনস্টিটিউট থেকে সংগ্রহ করে সে অনুযায়ী ফরম ছাপানো।

(খ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভা আহ্বান করে পরীক্ষার তারিখ, বার, সময়-সূচী নির্ধারণ , তবে বৃহৎ নিয়োগ পরীক্ষা, পাবলিক পরীক্ষা, ক্লাস ও অনুষ্ঠান বিবেচনায় এনে ছুটির দিন বা শুক্রবার গ্রহণ করা হবে।

(গ) পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞপ্তি ও ফরম প্রেরণ করা হবে এবং নমুনা প্রশ্নপত্র আহ্বান করা হবে।

(ঘ) পরীক্ষার সকল বিজ্ঞপ্তি ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে বিধায় কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বা পরীক্ষীর্থ পরীক্ষার তারিখ, সময়-সূচি বা কেন্দ্র ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত নন মর্মে অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অপারগতায় নিজ দায়িত্বে কাউন্সিলে যোগাযোগ করতে হবে।

(ঙ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন ফরম পূরণ পূর্বক কাউন্সিলে জমা দেয়ার পর উহা যাচাই-বাছাই পূর্বক রেজিস্ট্রারের অনুমোদন সাপেক্ষে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ১০ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পত্র প্রেরণ করা হবে।

(চ) অনিবার্য কারন বশতঃ কোন শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করতে না পারলে, নির্ধারিত লেট ফি প্রদান করে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন করলে কাউন্সিল উহা বিবেচনা করবে।

(ছ) অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণ কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও তারিখে পরবর্তীতে অনুষ্ঠিতব্য যে কোন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে, তবে পূর্বে অংশগ্রহণকারি পরীক্ষার প্রবেশ পত্রের ফটোকপি ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(জ) প্রার্থীর সংখ্যা ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে বছরে অন্ততঃ ০২ (দুই) বার পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটি প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

(ঝ) পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ও আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনায় রেখে পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন পূর্বক পরীক্ষা শুরুর অন্ততঃ ০১ মাস পূর্বে প্রকাশ করা হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রীয় ভাবে ঢাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে।

৮. পরীক্ষাকালিন করনীয় ও নির্দেশনাঃ

(ক) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্যগণ পদাধিকারবলে নিয়মিত পরিদর্শক এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ আমন্ত্রিত পরিদর্শক এর দায়িত্ব পালন করবেন, এ বিষয়ে রেজিস্ট্রার পত্র ইস্যু করবেন।

(খ) প্রধানত নার্সিং অফিসার ও শিক্ষকগণের মধ্য হতে অভিজ্ঞ, দক্ষ, কর্মঠ ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এবং পদ বিবেচনায় বুথ ইনচার্জ, হলসুপার ও ইনভিজিলেটর নিয়োগ করা হবে।

(গ) স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিয়োগ শেষে ঢাকার বাহির হতে নিয়োগ করা হবে, যাদেরকে সম্মানী প্রদান করা হবে, তবে যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা প্রদান করা হবে না।

(ঘ) নার্সিং কর্মকর্তাকে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সততা, কর্মঠ ও জ্যেষ্ঠতা বিবেচনায় তাঁর মনোনয়নের মাধ্যমে কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত করা হবে।

(ঙ) প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিবের সঙ্গে আলোচনাক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠাানের শিক্ষকগণকে ইনভিজিলেটর নিয়োগ করা যেতে পারে।

(চ) কেন্দ্রের নিরাপত্তার প্রস্তুতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট থানায় অবগতি পূর্বক নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) বিশেষ অবস্থায় পরীক্ষা শয্যা বা অন্য কোন ভাবে পরীক্ষার জন্য পূর্বেই লিখিত ও উপযুক্ত প্রমাণপত্রসহ আবেদন করতে হবে। এ বিষয়ে কমিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৯. মডারেশন/ প্রশ্নপত্র সেটার/ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন/প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং/ কেন্দ্রে পৌছানোঃ

(ক) পরীক্ষার কাজ বিশেষ করে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কাজটি **"অতীব গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ "** কাজ হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকলকে গণ্য করতে হবে।

(খ) পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান হতে পূর্বেই পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্র আহবান করা হবে।

(গ) কারিকুলাম, সিলেবাস, লেশনপ্লান ও প্রতিষ্ঠান হতে প্রেরিত নমুনা প্রশ্নপত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে।

(ঘ) প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য দুই ভাগে বিভক্ত মডারেটর প্যানেল থাকবেঃ যথা-
প্রথম পর্যায়ে প্রশ্নপত্র সেটারঃ সংশ্লিষ্ট কলেজ/ইনস্টিটিউটে পাঠদানের সাথে সম্পর্কিত দুই বা ততোধিক শিক্ষক।
দ্বিতীয় পর্যায়ে মডারেটরঃ (১) রেজিস্ট্রার, বিএনসি- সভাপতি (২) পরিচালক, সেবা পরিদপ্তর বা উপযুক্ত প্রতিনিধি (৩) অধ্যক্ষ, সংশ্লিষ্ট নার্সিং কলেজ/ ইনস্টিটিউট, যিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য থাকবেন।

(ঙ) প্রশ্নপত্র সেটারগণ কারিকুলাম, সিলেবাস, ব্যবহারিক বিষয়, সমকালিন বিষয় ও প্রতিষ্ঠান হতে প্রেরিত নমুনা প্রশ্ন যাচাইয়ান্তে পূর্ণ সেট প্রশ্ন এবং আরও ৫০% অতিরিক্ত প্রশ্ন প্রস্তুত করে রেজিস্ট্রার বরাবর দাখিল করবেন।

(চ) রেজিস্ট্রার, বিএনসি গোপন পত্র মারফত প্রথমে সেটারগণকে আহ্বান করবেন এবং সেটারগণের কার্যশেষে মডারেশন কমিটির সদস্যগণকে আহ্বান করবেন। তৎসংশ্লিষ্ট কার্যসম্পাদনের জন্য রেজিস্ট্রার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্য হতে নির্বাচন করবেন।

(ছ) কাউন্সিল গোপনীয়তা পালনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে অঙ্গিকারনামা / মুচলেকা গ্রহণ করবে।

(জ) মডারেটরশন কমিটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন শেষে যথাযথভাবে প্যাকেট বন্ধ করে রেজিস্ট্রার কর্তৃক স্বাক্ষর করতঃ গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বিবেচনায় নির্বাচিত স্থানে উহা অল্প সময়/দিন সংরক্ষণ করবেন।

(ঝ) সংরক্ষিত স্থান থেকে কেন্দ্রে নেয়ার সময় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটি ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে রাখতে হবে।

(ঞ)১০০ (একশত) নম্বরের মধ্যে উত্তীর্ণ নম্বর (পাশমার্ক) ৬০ (ষাট) নম্বর নির্ধারিত থাকবে, কমিটি প্রয়োজন মনে করলে গ্রেস প্রদান করতে পারবে।

(ট) ১০০ (একশ) টি প্রশ্নের ৫০০ (পাঁচশত) টি উত্তরের বিপরীতে .২০ (দশমিক দুই শুন্য) করে নম্বর নির্ধারিত থাকবে।

(ঠ) কোন পরীক্ষার্থী ঘর ফাঁকা রাখলে কিংবা দু'টি ঘর পূরণ করলে শুধুমাত্র ঐ সাব-নম্বরের জন্য .২০ নম্বর করে বাদ যাবে। তবে, ভুল উত্তরের জন্য কোন নম্বর কাটা যাবে না।

(ড) পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট অর্থাৎ ১০০ (একশত) মিনিট নির্ধারিত থাকবে।

(ঢ) সেটার/মডারেটরের আত্মীয় যেমনঃ- (১) ভাই (২) বোন (৩) স্বামী/স্ত্রীর ভাই বা বোন (৪) ছেলে (৫) মেয়ে (৬) ভ্রাতৃবন্ধু (৭) ভগ্নিপতি (৮) স্বামী (৯) স্ত্রী (১০) ভাই বা বোনের সন্তান (১১) পুত্রবধূ (১২) জামাতা (১৩) আপন চাচা/চাচী (১৪) আপন মামা-মামী (১৫) আপন ফুপু-ফুপা এবং (১৬) আপন খালা-খালু এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী থাকে তাহলে অত্র নিয়োগপত্র প্রাপ্তির ০৩ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর অবশ্যই লিখিতভাবে জানাতে হবে।

(ণ) প্রশ্নপত্র সেটিং এর পর পরীক্ষার সময় পর্যন্ত পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সেটারগণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের সাজেশন দেয়া বা কোচিং ক্লাস করানো/অনুরূপ কোন কাজ করা নিষিদ্ধ।

(ত) সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনকালে গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে কোন গাফিলতি বা অসদুপায় অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(থ) **প্রশ্নপত্রের ধরণ (পঠিত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে)ঃ** প্রতিটি কোর্সের পঠিত বিষয়ের মধ্য হতে ১০০ (একশ) নম্বরের MCQ (Multiple Choice Question) সর্বমোট ১০০ (একশ) টি প্রশ্ন থাকবে প্রতিটি প্রশ্নের বিপরীতে ৫ (পাঁচ) টি করে উত্তর থাকবে যেমন 1. (a), (b), (c), (d), (e)।

(দ) প্রশ্নপত্রের উত্তর সাজানোর ক্ষেত্রে ক্রমিক-১। এ থেকে ই পর্যন্ত পাঁচটির মধ্যে দুটি অথবা তিনটি সঠিক উত্তর হবে। একটি বা চারটি উত্তর সঠিক না হওয়া, পাশাপাশি ক্রমিক-১ এবং ২ নং- এর উত্তর এ, বি, সি, ডি এবং ই এর ক্ষেত্রে একই ভাবে সত্য বা মিথ্যা না হওয়া বাঞ্চনীয়। উদাহরণঃ-

Question No. 12.	A-T	13. A-F	14. A-T
	A-F	A-T	A-T
	A-T	A-F	A-F
	A-F	A-T	A-F
	A-T	A-F	A-T

(ধ) মডারেটর ও সেটারগণকে প্রশ্নপত্র প্রণয়নকালে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একই প্রশ্নের দুই সেট করার সময় 'A' সেটের ক্রমিক নং- 1 এ বর্ণিত উত্তরগুলো যদি (a)-T, (b)-F, (c)-T, (d)-F, (e)-T আকারে সাজানো থাকে তাহলে 'B' সেটে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলোর ক্রমিক নং-65 (সম্ভাব্য) তে পরিবর্তন করে (a)-F, (b)-T, (c)-F, (d)-T, (e)-F আকারে সাজানোর যথাসম্ভব চেষ্টা করা।

(ন) যথাসাধ্য উত্তরপত্রে: T- ৫০% অপরদিকে F-৫০% ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

(প) প্রতিটি প্রশ্নের পরিচিতির জন্য সেট কোডের পাশাপাশি বৈচিত্রময় বাংলাদেশের ঐতিহ্য যথাঃ নদীর নাম, ফুলের নাম, ফলের নাম, ঋতুর নাম, মাসের নাম, বিশেষ স্থানের নাম, ঐতিহ্যকে স্বরণে রাখার জন্য বিশেষ নামকরণ করা যেতে পারে।

(ফ) প্রতিটি প্রশ্নের কমপক্ষে দু'টি প্রয়োজনে ততোধিক সেট করা হবে। যথাঃ এ, বি, সি ইত্যাদি।

১০. পরীক্ষায় দায়িত্ব পালনকারি ও পরীক্ষার্থীদের করনীয়ঃ

(ক) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটি পরীক্ষার পূর্বে কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং পরীক্ষার্থীদের করনীয় ও নির্দেশনা নির্ধারণ করবে।

(খ) পরীক্ষার্থীকে ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

(গ) পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য প্রার্থীদের থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য খরচ নিজ দায়িত্বে বহন করতে হবে।

(ঘ) পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই কালো কালির বলপয়েন্ট ব্যবহার করতে হবে।

(ঙ) প্রশ্নপত্রে শুধুমাত্র প্রশ্নের মূল নম্বর ও সাব-নম্বরের বিপরীতে উত্তরগুলো থাকবে। পক্ষান্তরে পৃথক উত্তরপত্রে (OMR Sheet) পরীক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় পরিচিতি লিখে ঘরপূরণ (বৃত্ত ভরাট) করতে হবে। পরিচিতি বা পরীক্ষার্থীর তথ্য সম্বলিত বৃত্তসমূহ সঠিক ভাবে ভরাট না করা হলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। তদ্সঙ্গে প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তরপত্রে MCQ Sheet এ সঠিক উত্তরের ঘর পূরণ (বৃত্ত ভরাট) করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন জটিলতা দেখা দিলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(চ) পৃথক উত্তরপত্রে সাব-নম্বরের পাশে/নিচে True or Fulse এর সংক্ষেপ (T) or (F) নির্দেশ করা ঘর থাকবে ঘরদ্বয়ের মধ্য হতে সঠিকটি পূরণ (ভরাট) করতে হবে।

১১. পরীক্ষা পরবর্তী করনীয় ও নির্দেশনাঃ

(ক) পরীক্ষা গ্রহণ শেষে কমিটির সদস্যগণের উপস্থিতিতে উত্তরপত্র (OMR Sheet) গোপনীয়তার সাথে প্যাকেট করে কাউন্সিলে নিতে হবে।

(খ) কাউন্সিল কর্তৃক কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের (OMR Machine) মাধ্যমে উত্তরপত্র মূল্যায়ন পূর্বক উপস্থাপিত ফলাফল যাচাই-বাছাইও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন কমিটি কর্তৃক অনুমোদন ও স্বাক্ষর করাতে হবে।

(গ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ফলাফল প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট কার্যাদি রেজিস্ট্রার, বিএনসি সম্পাদন করবেন।

(ঘ) ফলাফল ওয়েব সাইটে, ই-মেইলে, নোটিশ বোর্ডে ও স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে ডাক যোগে প্রেরণ করা হবে।

(ঙ) প্রকাশিত ফলাফলের ভিত্তিতে কাউন্সিল রেজিষ্ট্রেশন (পেশাগত নিবন্ধন) প্রদান প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে।

১২. নীতিমালা সংক্রান্তঃ

(ক) এই নীতিমালা বাস্তবায়নকালে কোন প্রকার সমস্যা বা জটিলতার সৃষ্টি হলে নার্সিং কাউন্সিলের সভাপতির অনুমতিক্রমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটি তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

(খ) প্রয়োজন হলে এই নীতিমালা আংশিক বা সম্পূর্ণ সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধণ ও বাতিল করার ক্ষমতা বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল সংরক্ষণ করে। সরকার প্রয়োজনে এ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

26/10/15

(সুরাইয়া বেগম)
রেজিস্ট্রার
ফোন-৯৫৬১১১৬, ৭১২৬১৩৩, ৯৫৬৪১৫৯
টেলি-ফ্যাক্সঃ ৯৫৬১১১৬
ই-মেইলঃ info@bnmc.gov.bd

স্মারক নং-বিএনসি/২০১৫/**৫১২/১(২০০)** তারিখঃ ২৬ অক্টোবর ২০১৫খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থেঃ

১. সম্মানিত সভাপতি, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এবং সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (দৃঃ আঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, নার্সিং)।
২. চেয়াম্যান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটি, বিএনসি ও পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি স্বাস্থ্য উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩. সকল সদস্য, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটি, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল।
৪. ওয়েব সাইট অপারেটর, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৫. অধ্যক্ষ/ইনচার্জ, নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউট, ...
৬. জনাব/ বেগম . . . . . .

26/10/15
রেজিস্ট্রার